উপদেষ্টা
ডঃ জামিনুর রেজা চৌধুরী
ডা মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডাঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডাঃ ভূঁইয়া ইকবাল

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক
এস, এ, মি, এম, বদরুদ্দোজা

নির্বাহী সম্পাদক
খোন্দকার নজরুল ইসলাম

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

শিল্প নির্দেশনা
আহসান হাবীব

সহযোগী সম্পাদক
জাকারিয়া স্বপন

সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী
• এম, আর সিদ্দিকি • শু, সা,
• শেখ, এ, সাহেব • বাদল হক
• আসিফ মাহমুদ • মোস্তফা আনোয়ার
• এইচ এস ফিরোজ • মাসুদ • সমর মিত্র
• নীনা ইনাম • রেহানা আখতার
• লোকমান হোসেন • মাইনুল ইসলাম

বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল - আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন - আমেরিকা
আজমুল হক - আমেরিকা
ডাঃ এস, মাহমুদ - বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী - অষ্ট্রেলিয়া
জাহিদুল ইসলাম - অষ্ট্রেলিয়া
হারুনুর রশিদ - জাপান
এস, বানার্জী - ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক - ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা - সিংগাপুর

কমপিউটার কম্পোজ :
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০ ৬৪ ৮৫

মুদ্রণে :
ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০ - ৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।

প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০ ৬৪ ৮৫

দাম নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক সডাক দেড় শত টাকা, ষান্মাসিক সডাক আশি টাকা মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
জানুয়ারী ১৯৯২

বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবিমহল এগিয়ে আসুন

বড় দুর্ভাগা এই দেশ। অতীতে অপরিমেয় সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো হয়নি এখানে। দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা সদাসর্বদা ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে, নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করতে। কিন্তু সময় কি বদলেছে? অবস্থাদৃষ্টে অনুমান দৃঢ় হয় — না বদলায়নি। এখনো "উষ্ট্র উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ।" কমপিউটার তথা ডাটা এন্ট্রি শিল্প স্থাপনে দেশের বর্তমান চালচিত্রের কি অভাবিত পরিবর্তন ঘটতে পারে সে সম্পর্কে গত কয়েকমাস ধরে কমপিউটার জগৎ এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হল, অনেক অভিজ্ঞজনের অভিজ্ঞতা ও ধারণার কথা ছাপা হল। কিন্তু হলে হবে কি? অবস্থা তথৈবচ। সমগ্র দেশে নাকি জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই কি তার নমুনা। কর্তা ব্যক্তিরা একবার ভেবেও দেখলেন না কি সুযোগ আর অমিত সম্ভাবনা থেকে আমরা বঞ্চিত হতে যাচ্ছি। এর জবাব কে দেবে?

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলি যেভাবে এগিয়ে গেছে এবং যেভাবে এখনো অক্ষুন্ন তাদের অগ্রগতি তার মূলে রয়েছে সেসমস্ত দেশের সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। সরকারই প্রাথমিকভাবে দিশা দেখিয়েছেন ঐ সব দেশে কি করে আধুনিক প্রযুক্তি তথা কমপিউটারায়ন বদলে দিতে পারে দেশের আমূল অর্থনৈতিক চিত্র, সুপ্রভাব বিস্তার করতে পারে জনগণের যাপিত জীবনের প্রতিটি স্তরে। এর উল্টোপিঠে বাংলাদেশের ছবি কেমন? বড়ই করুণ সে ছবি। বড় দুর্দশাগ্রস্থ এবং হতাশ করে দেবার মত এক চিত্র। এব্যাপারেই একটি তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা "এশীয় কমপিউটার শার্দুলদের আসরে মুষিক বাংলাদেশ" ছাপানো হল এ সংখ্যায়।কোন দুর্দশা কাটিয়ে উঠবার বা সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক স্তর হল অনুধাবন করা — দুর্দশা বা সমস্যা কতটা গভীর, এর কোন পর্যায়ে রয়েছি আমরা সেটা উপলব্ধি করা। এব্যাপারে আলোচনাটি আমাদের চোখের সামনে থেকে একটি কাল পর্দা সরিয়ে দেবে।

পরিশেষে ফিরে আসি আবার দেশের উন্নতিতে কমপিউটারের ব্যবহারে সরকার তথা প্রশাসনের ভূমিকায়। কোন সন্দেহ নেই এদের উদাসীনতাই বাংলাদেশকে "এশীয় উন্নয়ন যুগের হতচ্ছাড়া মুষিকে পরিণত করেছে"। কি করে তাদের এই উদাসীনতাকে রূপান্তর করা যায় সচেতনতায়? দেশ ও জাতির স্বার্থে এ ব্যাপারে আমাদের কমপিউটার জগৎ - পরিবার দেশের শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবি, গবেষক, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও শিক্ষকবৃন্দকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে এগিয়ে আসার জন্যে, চাপ সৃষ্টি করার জন্যে, সরকারের উপর দ্রুত কমপিউটারায়নের জন্যে যথাযথ নীতিমালা গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্যে।এটিই একমাত্র পথ আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বদলানোর। এটি অনুসরন করা আমাদের জন্যে সোজা - কারণ এদেশে অনেক কিছুর অভাব থাকলেও আমরা বিশ্বাস করিনা মেধার অভাব রয়েছে। আর কমপিউটারায়নে প্রাথমিক 'ইনপুট' হচ্ছে মেধা। এমুহূর্তে কালক্ষেপনের কাল আর নেই।

বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানীরা যদি সক্রিয়ভাবে এখন এগিয়ে না আসেন, প্রচেষ্টা না চালান প্রশাসনকে গতিশীল করতে কমপিউটারায়নের জন্যে, তবে সে ব্যর্থতা হবে মারাত্মক। শতাব্দি কেটে যাবে সে ব্যর্থতার মাশুল দিতে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের বেঁচে থাকবে অবমাননাকর অস্তিত্ব নিয়ে।

অসংখ্য পাঠকের অনুরোধে এ সংখ্যা থেকে আমরা কিছু কিছু লেখা ইংরেজীতে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ইংরেজি নববর্ষে কমপিউটার জগৎ-এর পাঠক/পাঠিকা, শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ। ♦

কার্টুনিস্ট আহসান হাবীবের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে কমপিউটারায়ন